তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

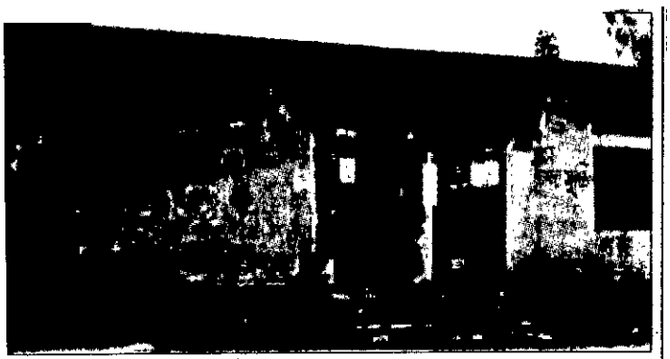

শেরপুর খান বাহাদুর ফজলুর রহমান সরকারি গণগ্রন্থাগার - *যুগান্তর*

শেরপুর সরকারি গণগ্রন্থাগার নানান সমস্যায় জর্জরিত

মোঃ আবদুর রহিম বাদল, *শেরপুর থেকে*

শেরপুর জেলার একমাত্র সরকারি গণগ্রন্থাগারটি বর্তমানে নানান সমস্যায় জর্জরিত। গ্রন্থাগারটিতে জায়গা স্বল্পতা, পর্যাপ্ত কক্ষের অভাব, আলাদা অফিস কক্ষ ও সংরক্ষণাগার এবং দরজা-জানালার অভাব সর্বোপরি পেছনের সীমানা প্রাচীর না থাকায় পাঠকসেবা দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে প্রতিদিন গ্রন্থাগারে আসা শত শত পাঠক-পাঠিকার দুর্ভোগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। জানা যায়, জেলার শিক্ষিত মানুষের পড়াশোনা ও জ্ঞানার্জনের সুবিধার্থে শেরপুরের কিছু সংখ্যক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির উদ্যোগে ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় ১৯২৬ সালে শেরপুর সাধারণ পাঠাগার নামে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারটি জিকে পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কাজ শুরু করে স্থানীয় টাউন হল সংলগ্ন টাউন ক্লাব হয়ে বর্তমান স্থানে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়। দীর্ঘ ৬৩ বছর শেরপুর সাধারণ পাঠাগারটি বেসরকারিভাবে পরিচালিত হয়ে আসার পথিমধ্যে বিগত ১৯৮৯ সালে তৎকালীন সরকার সাধারণ পাঠাগারটি শহরের মাধবপুর এলাকায় খান বাহাদুর ফজলুর রহমান জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার নামে জাতীয়করণ করে। উল্লেখ্য, শেরপুরে বিশিষ্ট সমাজসেবী খান বাহাদুর ফজলুর রহমান সাহেবের কন্যা মিসেস রাজিয়া সামাদ শেরপুর সাধারণ পাঠাগারের জন্য জমি দান করলে তার পিতার নামানুসারে গ্রন্থাগারটির নামকরণ করা হয় 'খান বাহাদুর ফজলুর রহমান জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার'। এরপর থেকে গ্রন্থাগারটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। জাতীয়করণের পর কিছু বইপত্র এবং তিনদিকে বাউন্ডারি দেয়াল ছাড়া গ্রন্থাগারের তেমন কোন উন্নয়ন হয়নি।

নজর দিন

গ্রন্থাগারটির সীমানা প্রাচীরের ভেতর অনেক অব্যবহৃত জমি থাকলেও প্রয়োজনীয় বরাদ্দের অভাবে সেখানে কোন অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। গ্রন্থাগারটি মাত্র দু'কক্ষবিশিষ্ট। সেখানে প্রায় ১৩ সহস্রাধিক বই রয়েছে। কক্ষে পর্যাপ্ত স্থানাভাবে বইপত্র রাখা এবং পড়াশোনা করা সম্ভব হচ্ছে না। কোন স্টোররুম না থাকায় নতুন ও পুরনো বইপত্র, পত্রিকা-জার্নাল নিরাপত্তামূলক সংরক্ষণ সম্ভব হচ্ছে না।